২০১৬ সালের বড়দিন উদ্‌যাপন
এবং কার্ডিনাল প্যাট্রিক ডি'রোজারিও, সিএসসি'র সংবর্ধনা অনুষ্ঠান

ভাষণ

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী

শেখ হাসিনা

২২ ডিসেম্বর ২০১৬, বৃহস্পতিবার, কৃষিবিদ ইনস্টিটিউশন বাংলাদেশ মিলনায়তন, খামারবাড়ি, ঢাকা

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

সম্মানিত সভাপতি,
সহকর্মীবৃন্দ,
ঢাকার আর্চবিশপ কার্ডিনাল প্যাট্রিক ডি' রোজারিও, সিএসসি,
বিশেষ অতিথি,
বাংলাদেশ খ্রিস্টান এসোসিয়েশনের সদস্যবৃন্দ
এবং সুধীমন্ডলী।

আসসালামু আলাইকুম এবং শুভ অপরাহ্ন।

২৫ ডিসেম্বর শুভ বড়দিন। আসন্ন বড়দিন উপলক্ষে আমি খ্রিস্টান সম্প্রদায়ের সকলকে প্রীতি ও শুভেচ্ছা জানাই।

খ্রিষ্টান ধর্মের প্রবর্তক যীশু খ্রিস্ট এ দিনে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। তাঁর আদর্শ ছিল ন্যায়, শান্তি এবং সত্য প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে শোষণমুক্ত সমাজ ব্যবস্থা প্রবর্তন করা। বিপন্ন ও অনাহারক্লিষ্ট মানুষের জন্য মহামতি যীশু নিজেকে উৎসর্গ করেছেন। তাঁর ন্যায়-জীবনাচরণ ও দৃঢ় চারিত্রিক গুণাবলীর জন্য মানব ইতিহাসে তিনি অমর হয়ে থাকবেন। আজকের সমাজ ব্যবস্থায় তাঁর শিক্ষা ও আদর্শগুলোকে অনুসরণ করা প্রয়োজন বলে আমি মনে করি।

ডিসেম্বর আমাদের বিজয়ের মাস। বিজয়ের মাসে আমি পরম শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করছি স্বাধীনতার মহান স্থপতি, সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে। আমি শ্রদ্ধা নিবেদন করছি জাতীয় চার নেতা ও অকুতোভয় ৩০ লাখ বীর শহীদদের যাঁরা স্বাধীনতা অর্জনে জীবন উৎসর্গ করেছেন। কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি নির্যাতিত ২ লাখ মা-বোন ও বীর মুক্তিযোদ্ধাদের প্রতি। যাঁদের সর্বোচ্চ ত্যাগের বিনিময়ে আমরা অর্জন করেছি মহান স্বাধীনতা।

সুধিবৃন্দ,

- বাংলাদেশ সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির দেশ। এখানে রয়েছে সকল ধর্ম ও সম্প্রদায়ের মানুষের নিজ নিজ ধর্ম পালনের পূর্ণ স্বাধীনতা।
- আবহমানকাল ধরে এখানে জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সকল ধর্মের মানুষ একত্রে বসবাস করে আসছে। সকল ধর্মের উৎসব, পার্বন, আমরা একত্রে পালন করি। ভাল-মন্দ ভাগাভাগি করে নেই। এটা আমাদের চিরায়ত ঐতিহ্য। এ জন্য আমরা গর্ববোধও করি।

সুধিমন্ডলী,

বিশ্বের খ্রিস্টানদের ধর্মগুরু পোপ ফ্রান্সিস, ঢাকার আর্চবিশপ প্যাট্রিক ডি' রোজারিও, সিএসসিকে কার্ডিনাল পদে উন্নীত করেছেন জেনে আমি আনন্দিত। এই প্রথম কোন বাংলাদেশী আর্চবিশপ 'কার্ডিনাল' হিসাবে এই সম্মানজনক পদে অধিষ্ঠিত হয়েছেন। এর মধ্য দিয়ে পোপ ফ্রান্সিস কেবল বাংলাদেশের খ্রিস্টান সম্প্রদায়েরই নয়, বরং গোটা বাংলাদেশের মানুষকে সম্মানিত করেছেন। ১২১ জন কার্ডিনাল যারা পোপ নির্বাচনে ভোট দিতে এবং প্রার্থী হতে পারবেন তাদের মধ্যে কার্ডিনাল প্যাট্রিক ডি' রোজারিও-ও একজন। এটি একটি বিরল সুযোগ। এ উপলক্ষে আমি কার্ডিনাল ও আর্চবিশপ প্যাট্রিক ডি' রোজারিও, সিএসসিসহ দেশের খ্রিস্টান সম্প্রদায়ের সকলকে আন্তরিক অভিনন্দন জানাই ।

আমি আশা করছি, আপনি কার্ডিনাল হিসেবে বাংলাদেশের খ্রিস্টান সম্প্রদায়ের পাশাপশি দেশের জন্য কাজ করবেন এবং বহির্বিশ্বে বাংলাদেশকে তুলে ধরবেন।

সুধিবৃন্দ,

বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে ১৯৭১ সালে হিন্দু, মুসলিম, বৌদ্ধ, খ্রিস্টান সকলে মিলে আমরা দেশটিকে স্বাধীন করেছি। পরবর্তীকালে যুদ্ধ বিধ্বস্ত দেশ পুনর্গঠনে খ্রিস্টান সম্প্রদায়ের উল্লেখযোগ্য ভূমিকা ছিল।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান দেশটিকে একটি অসাম্প্রদায়িক দেশ হিসেবে গড়ে তোলার স্বপ্ন দেখেছিলেন। দেশটিকে সোনার বাংলা হিসেবে গড়ে তুলতে চেয়েছিলেন। তিনি বলেছিলেন, ''ধর্মনিরপেক্ষতা মানে ধর্মহীনতা নয়। মুসলমানরা তাদের ধর্ম পালন করবে, তাদের বাধা দেওয়ার ক্ষমতা এই রাষ্ট্রে কারো নাই।

হিন্দুরা তাদের ধর্ম পালন করবে, কারো বাধা দেওয়ার ক্ষমতা নাই। বৌদ্ধরা তাদের ধর্ম পালন করবে, খ্রিস্টানরা তাদের ধর্ম পালন করবে, তাদের কেউ বাধা দিতে পারবে না। আমাদের শুধু আপত্তি হলো এই যে, ধর্মকে কেউ রাজনৈতিক অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করতে পারবে না।'' তিনি আরও বলেছিলেন, ''ধর্ম অতি পবিত্র জিনিস। পবিত্র ধর্মকে রাজনৈতিক হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করা চলবে না।''

কিন্তু আমাদের দুর্ভাগ্য, ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট জাতির পিতাকে সপরিবারে হত্যার মধ্য দিয়ে সে চেতনাকে ধ্বংস করা হয়। মৌলবাদ মাথা চাড়া দিয়ে উঠে। সামরিক শাসন কায়েম করা হয়। ভুলুণ্ঠিত করা হয় লাখো শহীদের রক্তের বিনিময়ে অর্জিত স্বাধীনতার চেতনাকে।

২১ বৎসর পর ১৯৯৬ সালে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ জনগণের বিপুল ভোটে জয়ী হয়ে ক্ষমতায় আসার পর মুক্তিযুদ্ধের চেতনাকে পুনঃপ্রতিষ্ঠা করার উদ্যোগ গ্রহণ করে। ২০০৯ সালে আওয়ামী লীগ সরকার গঠনের পর সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি রক্ষা করে দেশের উন্নয়নে কাজ করে যাচ্ছে।

- আওয়ামী লীগ সরকার ২০০৯ সালে ক্ষমতায় আসার পর, আমরা বহুল প্রত্যাশিত খ্রিস্টান ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট গঠন করি। ২০১১ সালে ট্রাস্টের কার্যক্রম পরিচালনার জন্য ৫ কোটি টাকার এনডাওমেন্ট তহবিল প্রদান করি।
- ২০১৫-১৬ অর্থ বছরে ট্রাস্ট পরিচালনার জন্য ১০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ দেয়া হয়েছে। এছাড়াও ট্রাস্টের কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য প্রয়োজনীয় প্রবিধানমালা, নিয়োগবিধি, অর্গানোগ্রাম প্রণয়নের কাজ চলছে।
- এই খ্রিস্টান ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট থেকে এ পর্যন্ত ১৮৯টি চার্চকে মেরামত, নির্মাণ, মাটি ভরাট, বিভিন্ন সংস্কার ও উন্নয়নের জন্য ১ কোটি ৩৫ লক্ষ টাকা অনুদান প্রদান করা হয়েছে।

সুধিমন্ডলী,

আমরা উদার সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতিতে বিশ্বাসী। বাংলাদেশে সন্ত্রাস ও জঙ্গিবাদের কোন স্থান নেই। সন্ত্রাস ও জঙ্গিবাদ নির্মূলে বর্তমান সরকার জিরো টলারেন্স নীতি গ্রহণ করেছে। দেশের শান্তি-শৃংখলা বজায় রাখতে আমরা বদ্ধপরিকর। কেউ যদি কারো ধর্ম পালনে বাধা সৃষ্টি করে তাহলে তা বরদাস্ত করা হবে না।

আপনারা জানেন, বিএনপি-জামাত জোট দেশে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি নষ্ট করতে তৎপর রয়েছে। তারা মানুষ পুড়িয়ে মেরেছে। এমনকি প্রকৃতিও তাদের হাত থেকে রেহাই পায়নি। নির্বিচারে রাস্তার পাশের, সড়কদ্বীপের গাছ কেটেছে। বাড়িঘর ধ্বংস করেছে। মন্দির ভাংচুর করেছে। ফটোশপের মাধ্যমে এক ছবির সাথে অন্য ছবি জোড়া দিয়ে মানুষের ধর্মীয় অনুভুতিতে আঘাত করে, সাম্প্রদায়িক সহিংসতা তৈরির চেষ্টা করছে। তারা দেশকে নৈরাজ্যকর পরিস্থিতির দিকে ঠেলে দিতে চায়। আমি দেশবাসীকে এই সকল ষড়যন্ত্র থেকে সজাগ থাকার আহ্বান জানাচ্ছি।

সুধিবৃন্দ,

শিক্ষা, স্বাস্থ্যসেবা, বেসরকারি উন্নয়ন প্রতিষ্ঠান, সমবায় আন্দোলন, বৈদেশিক রেমিটেন্স প্রবাহের মাধ্যমে আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন এবং সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি স্থাপনে আপনারা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছেন। আমরা ২০২১ সালের মধ্যে দেশকে একটি মধ্যম আয়ের দেশ এবং ২০৪১ সালের মধ্যে উন্নত দেশ হিসেবে গড়ে তোলার লক্ষ্যে কাজ করে যাচ্ছি।

বহির্বিশ্বে আজ বাংলাদেশের উজ্জ্বল ভাবমূর্তি গড়ে উঠেছে। এখন আর বাংলাদেশ তলাবিহীন ঝুড়ি নয়। বাংলাদেশ এখন উন্নয়নের রোল মডেল। বাংলাদেশকে আজ অনেকেই অনুসরণ করছে। এই অর্জন আমাদের সকলের। উন্নয়নের এই মহাসড়কে আপনাদের সকলের সহযোগিতা প্রয়োজন।

প্রিয় খ্রিষ্টান ধর্মাবলম্বী ভাই ও বোনেরা,

আপনারা নির্ভয়ে এবং শান্তিতে আনন্দঘন পরিবেশে বড়দিন উদ্‌যাপন করবেন এটাই আমার প্রত্যাশা। মনে রাখবেন, আওয়ামী লীগ সরকার সবসময়ই আপনাদের পাশে রয়েছে।

পরিশেষে, আপনাদের সকলকে আবারও বড়দিনের প্রীতি ও শুভেচ্ছা জানিয়ে আমি আমার বক্তব্য এখানেই শেষ করছি। সকলকে ধন্যবাদ।

খোদা হাফেজ।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু

বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

...